প্রথম আলো বাংলাদেশ

পাবনায় বিদ্যালয়ে ভূত–আতঙ্ক

পাবনা অফিস|আপডেট: ০১১৪:, মে ১৮, ২০১৫| প্রিন্ট সংস্করণ

পাবনার চাটমোহর উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের বরদানগর গ্রামের বরদানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভূত-আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা একে গণমনস্তাত্ত্বিক রোগ বলে জানিয়েছেন।

গ্রামবাসী জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে হঠাৎ বরদানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ভূত দেখেছে বলে সহপাঠীদের জানায়। এরপর থেকে অন্য শিক্ষার্থীরাও বিদ্যালয়ে ভূত দেখতে শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ১২ মে বিদ্যালয়ের সাত শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার এক ছাত্রী মারা যায়।

গতকাল রোববার সরেজমিন জানা যায়, উপজেলার গুমানী নদী পেরিয়ে মাটির পথ ধরে অনেকটা হাঁটার পর বরদানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দ্বিতল একটি পাকা ভবন ও পাশে একটি টিনের লম্বা ঘর। সামনের বিশাল মাঠজুড়ে শুকানো হচ্ছে ধান ও খড়। সরকারি ছুটি থাকায় বিদ্যালয় বন্ধ। তবে আশপাশে উৎসুক মানুষের ভিড়।

বিদ্যালয়ের পাশেই অসুস্থ এক শিক্ষার্থীর বাড়ি। নাম ফেরদৌসী আক্তার। ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বিছানায় ছটফট করছে মেয়েটি। চুল টানছে, শরীর আঁচড়াচ্ছে। কী হয়েছে জানতে চাইলে ফেরদৌসী বলে,

‘আমি তো এতক্ষণ স্কুলে দুইটা ছেলের সঙ্গে খেলছিলাম। এক ছেলে আমাকে ধাক্কা দিল, এ জন্য গলায় ব্যথা পেয়েছি।’ এরপর আর কোনো কথা না বলে চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকে মেয়েটি।

অসুস্থ অন্য ছয় শিক্ষার্থীর বাড়ি গিয়ে তাদের ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ওরাও সবাই বিদ্যালয়ে একটি জীবন্ত পুতুল দেখেছে। এরপর থেকেই তাদের শরীরে ব্যথা হয়, অস্থির লাগতে থাকে।

প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম বলেন, পঞ্চম শ্রেণির রুমী খাতুন নামের এক ছাত্রী বিদ্যালয়ের শৌচাগারে জীবন্ত এক পুতুল দেখে বলে গত ফেব্রুয়ারিতে সহপাঠীদের জানায়। এরপর থেকে অন্য শিক্ষার্থীরাও বিভিন্ন সময় পুতুলটি দেখে বলে জানায়। কিন্তু ১২ মে পঞ্চম শ্রেণির সাত শিক্ষার্থী এ পুতুল দেখে একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এতে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১৪ মে রুমী মারা যায়। এরপর আতঙ্ক আরও বিস্তার লাভ করে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক পপি রানী কুন্ডু বলেন, রুমী পেটব্যথা ও বমি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তেমন কোনো চিকিৎসা দেওয়ার আগেই সে মারা যায়। খাদ্যে বিষক্রিয়া অথবা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যায় সে মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুবায়ের মিয়া বলেন, ভূত বলতে কিছু নেই। এটি ‘মাস সাইকোজনিক ইলনেস’ বা ‘গণমনস্তাত্ত্বিক রোগ’। পারিবারিক বা সামাজিক কোনো দুশ্চিন্তা থেকে এটা হতে পারে। সমবয়সী মেয়েদের একজন কিছু বললে বা অসুস্থ বোধ করলে অন্যরাও তা অনুভব করতে থাকে। তিনি আরও বলেন, ওই বিদ্যালয়ে পুতুল দেখার যে গল্পটি শোনা যাচ্ছে,

তা ওই বাচ্চা মেয়েদের অবচেতন মনের বিভ্রান্তি। প্রচলিত কোনো গল্প থেকে তাদের মনে এ ধরনের চিন্তা তৈরি হয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল বাশার শামসুজ্জামান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা অসুস্থ প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছি। গ্রামটিতে শিক্ষিতের হার কম। কুসংস্কার থেকেই গ্রামটিতে ভূত-আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আমাদের ধারণা, প্রচণ্ড গরমে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি।’